কেবলদ্বৈতবাদের ব্রহ্মতত্ত্বের মূল বক্তব্য:

ব্রহ্ম সম্পর্কে আচার্য্য শঙ্করের মতবাদ কেবলাদ্বৈতবাদ নামে পরিচিত। এই মতবাদের মূল হল ব্রহ্মই একমাত্র সত্য, জগৎ মিত্যা এবং জীব ব্রহ্ম অভিন্ন। বৃহ+মন্ = ব্রহ্ম। বৃহ শব্দের অর্থ হল ব্যাপক আর মন শব্দের অর্থ হল 'অতিশয়'। কাজেই আক্ষরিক অর্থে ব্রহ্ম বলতে বোঝায় – যা ব্যাপকতম বা মহত্তম, জীব ও জগতের পরমতত্ত্ব। শংকরাচার্য্য ন্যায়শাস্ত্রের দুটি স্বতঃসিদ্ধ নিয়ম অনুসরণ করে তাঁর ব্রহ্মবাদ বা আত্মতত্ত্ব গঠন করেন। এই দুটি নিয়ম হল তাদাত্ম্য নিয়ম ও বিরোধবাধক নিয়ম। এই দুটি নিয়ম অনুসরণ করে শঙ্কর বলেন যে, পরমতত্ত্ব বা সত্যের অবস্থান্তর নেই, পরমসত্যের মধ্যে কোন বিরোধ নেই। ব্রহ্ম বা আত্মা নির্বিকার, নির্বিরোধ, ভেদরহিত। ব্রহ্ম বা আত্মাই পরমতত্ত্ব বা চরম সত্য। বিষয়গতভাবে যা ব্রহ্ম, বিষয়ীগতভাবে তাই আত্মা। বর্হিজগতের বিভিন্নতার মধ্যে যা অনুবর্তমান অর্থাৎ সাধারণভাবে যা থাকে তাই ব্রহ্ম; আর মনোজগতের বিভিন্ন অবস্থায় যা অনুবর্তমান তাই আত্মা।

বিষয়গত দিক থেকে বর্হিজগতের ঘট পটাদি নানা বিষয়ের মধ্যে অনুবর্তমান এই সচ্চিদানন্দ স্বরূপ শুদ্ধ বিষয়ই হল ব্রহ্ম। আর বিষয়ীগত দিক থেকে আত্মাই পরমার্থ সৎ। জীবের চার প্রকার অবস্থা হল জাগ্রত, স্বপ্ন, সুষুপ্তি এবং তুরীয়। জাগ্রত অবস্থায় চেতনা ও চেতনার বিষয় উভয়ই থাকে। চেতনার বিষয় চেতনা থেকে স্বতন্ত্রভাবে থাকে। জাগ্রত কালীন চেতনার ব্যবহারিক সত্তা রয়েছে। স্বপ্নাবস্থায় চেতনা ও চেতনার বিষয় উভয়ের প্রাতিভাসিক সত্তা রয়েছে। কারণ স্বপ্নকালীন চেতনার বিষয় স্বপ্ন কালেই প্রতিভাত হয়, এবং তা ব্যবহারিক জ্ঞানের দ্বারা বাধিত হয়। সুষুপ্তি অবস্থায় তথা স্বপ্নহীন গভীর নিদ্রায় কেবল শুদ্ধ চৈতন্যই থাকে, চেতনার বিষয় থাকে না। আর তুরীয় বা সমাধি অবস্থায় সাধক শুদ্ধচৈতন্যকে দীর্ঘকাল ধরে পরিপূর্ণ রূপে উপলব্ধি করেন। জীবের এই চার প্রকার অবস্থার মধ্যে অনুবর্তমান শুদ্ধচৈতন্যই

হল আত্মা। জীবের সব অবস্থাতেই আত্মা অবাধিত, এবং যার বাধ হয় না, তাই পরমতত্ত্ব বা সত্য। আত্মাই পরমার্থ সৎ। এককথায় বর্হিজাগতিক পরমতত্ত্ব এবং মনোজাগতিক পরমতত্ত্ব আত্মা উভয়ই এক ও অভিন্ন।

ব্রহ্মকে উপলব্ধি করতে হলে তার লক্ষণকে জানা প্রয়োজন। যে লক্ষণের দ্বারা ব্রহ্মের স্বরূপের ধারণা হয় তা হল স্বরূপ লক্ষণ। আর যে লক্ষণ ব্রহ্মের স্বরূপে প্রযোজ্য নয়; তা হল তটস্ত লক্ষণ। ব্রহ্ম নির্গুণ। নিস্ক্রিয়, নির্বিশেষ, নিরাবয়ব, নিরুপাধিক, অদ্বয়, বিশুদ্ধ চৈতন্যমাত্র – এ সবই হল ব্রহ্মের স্বরূপ লক্ষণ। এই লক্ষণ গুলির মধ্য দিয়ে ব্রহ্মের প্রকৃত স্বরূপ প্রকাশিত হয়। অপরদিকে ব্রহ্ম হল জগতের স্রষ্টা, পালক ও সংহারক। এই প্রকার লক্ষণ হল তার তটস্ত লক্ষণ। এরূপ লক্ষণের দ্বারা ব্রহ্মের যথার্থ স্বরূপ প্রকাশিত হয় না। এই সমস্ত গুণগুলি হল ব্রহ্মের অনিত্য ও আগন্তুক গুণ। শঙ্করের মতে, ব্রহ্ম স্বজাতীয়, বিজাতীয় ও স্বগত ভেদ রহিত এক ও অদ্বিতীয় সত্তা। অদ্বয় ব্রহ্মের সদৃশ কোন বস্তু না থাকায় ব্রহ্মের স্বজাতীয় কোন ভেদ নেই। ব্রহ্ম বিসদৃশ কোন বস্তু না থাকায় ব্রহ্মের বিজাতীয় কোন ভেদ নেই; আবার ব্রহ্ম নিরবয়ব ও নিরংশ হওয়ায় ব্রহ্মের স্বগত ভেদও থাকতে পারে না। তাই ব্রহ্ম হলেন সর্বভেদ রহিত – অনির্বচনীয় সত্তা।

তাঁর মতে, সৎ, চিৎ ও আনন্দ ব্রহ্মের গুণ নয়, এগুলি হল ব্রহ্মের স্বরূপ। 'ব্রহ্ম সৎ' বলতে বোঝায় ব্রহ্ম হল সৎ স্বরূপ তথা সনাতন সত্তা। ব্রহ্ম চিৎ বলতে বোঝায় ব্রহ্ম হল জ্ঞানস্বরূপ বা চৈতন্যস্বরূপ সত্তা, ব্রহ্ম আনন্দ স্বরূপ বলতে বোঝায় ব্রহ্ম হলেন আনন্দ স্বরূপ সত্তা। এমনকি শঙ্কর ব্রহ্ম এক বলার পক্ষপাতী নন। সেজন্য তিনি এক নয়, অদ্বৈত বলে ব্রহ্মের স্বরূপ ব্যাখ্যা করছেন। নেতি নেতি ভাবে অর্থাৎ 'ব্রহ্ম এই নয়', 'ব্রহ্ম ওই নয়' এইভাবে ব্রহ্মকে উপলব্ধি করা যায়। প্রসঙ্গত শঙ্করের নির্গুণ ও নির্বিশেষ ব্রহ্ম মাধ্যমিক বৌদ্ধদের শূন্য

নয়। নির্গুণ ও নির্বিশেষ ব্রহ্ম উপলব্ধির বিষয় নয়। তাই ব্রহ্ম সম্পর্কে আলোচনা করতে গেলে নির্গুণ ব্রহ্মকে সগুণ রূপে অর্থাৎ স্রষ্টা, পালক ও সংহারক রূপে কল্পনা করতে হয়। এসব হল ব্রহ্মের তটস্ত লক্ষণ। পারমার্থিক দৃষ্টিতে যা নির্গুণ ব্রহ্ম, ব্যবহারিক দৃষ্টিতে তাই সগুণ ব্রহ্ম রূপে প্রতিভাত হয়। শঙ্কর সগুণ ব্রহ্ম তথা ঈশ্বরকে পরমার্থ সৎ না বললেও ঈশ্বরের উপাসনাকে নিস্প্রয়োজনীয় বলেন নি। কারণ সাধারণ মানুষের কাছে ঈশ্বরের উপাসনা নির্গুণ ব্রহ্মকে উপলব্ধি করার সোপান স্বরূপ। চিত্তশুদ্ধির পর ব্রহ্মজ্ঞানের উদয় হলে জগত ও জগতের স্রষ্টা ঈশ্বরের অস্তিত্ব মিথ্যা বলে গণ্য হয়। এর ফলে ব্রহ্মবিদ্ উপলব্ধি করেন যে ব্রহ্মই একমাত্র সত্য, জগত ও জগতের স্রষ্টারূপী ঈশ্বর মিথ্য এবং জীব ও ব্রহ্ম অভিন্ন।